بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"আমরা যেন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দোয়াগুলিকে বিনষ্টকারী না হই বরং সেই দোয়াগুলিকে যা তিনি (আঃ) তাঁর জামাতের জন্য করেছেন সদা তার উত্তরাধিকারী হতে পারি। এই দোয়ার সহিত আমি আপনাদের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহতাআলা এই বছরকে আমাদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও সর্বদা কল্যাণের মাধ্যম করুন"।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন যে,- আজ নব বর্ষের প্রথম দিন এবং এটি জুমআর আশিসময় দিন হতে আরম্ভ হচ্ছে। প্রথানুযায়ী নূতন বছরের প্রারম্ভে আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা দিয়ে থাকি। জামাতের সদস্যদের নিকট হতে আমারও নববর্ষের শুভেচ্ছাবাণী প্রাপ্ত হচ্ছে। আপনারাও হয়তো একে অপরকে শুভেচ্ছা দিচ্ছেন। পশ্চিমে বা উন্নয়নশীল বলে অভিহিত দেশসমূহে নববর্ষের রাত্রে সমগ্র রাত মদ্যপান, হইহুল্লোড় এবং পটাকা-বাজি ও ফুলঝুড়ি ইত্যাদি যাকে আতশবাজি বলা হয় এগুলি দ্বারা নববর্ষের সূচনা করা হয় বরং বর্তমানে মুসলমান দেশগুলিতেও এভাবেই নূতন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। পরন্তু আহমদীদের মাঝে আল্লাহতাআলার কৃপায় বহু এমন আছেন যাঁরা তাঁদের রাত ইবাদতে বা নামাজে অতিবাহিত করেন বা প্রাতে: শীঘ্র জাগ্রত হয়ে নফল নামাজের মাধ্যমে নববর্ষের প্রথম দিনের সূচনা করেন। বহু স্থানে সমষ্টিগতভাবে নামাজ তাহাজ্জুদ পড়া হয় কিন্তু এসব হওয়া সত্ত্বেও আমরা এই সকল মুসলমানদের দৃষ্টিতে অ-মসুলিম অথচ এই হই-হুল্লোড়কারীরা, অর্থ অপচয়কারীরা, বিধর্মীদের প্রথাকে বড়ই আয়োজনের সহিত অন্ধ-অনুকরণকারীরা তাদের দৃষ্টিতে মুসলমান গণ্য হচ্ছে।

যাইহোক, আমরা আল্লাহতাআলার কৃপায় মুসলমান এবং আমাদের কারও পক্ষ হতে সনদ বা শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যদি আমরা কোন শংসাপত্রের উচ্চাকাংক্ষী তবে তা খোদাতাআলার দৃষ্টিতে প্রকৃত মুসলমান হয়ে শংসাপত্র গ্রহণকারী হওয়ার এবং তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট নয় যে আমরা বছরের প্রথম দিন ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধভাবে তাহাজ্জুদ পড়ে নিলাম অথবা সদকা দিয়ে দিলাম বা পুণ্যলাভের কোন অন্য পথ অবলম্বন করলাম এবং তাহলে আমাদের আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি লাভের অধিকার অর্জন হয়ে যাবে। আল্লাহতাআলা নিজ বান্দাদের নিকট হতে তো স্থায়ী পুণ্য চান, আল্লাহতাআলা চান তাঁর বান্দা স্থায়ীভাবে তাঁর নির্দেশাবলীকে পালনকারী হোক। পুণ্যকর্ম পালনকারীদের নামাজ ও তাহাজ্জুদ এর সহিত হৃদয়ে একটি পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন আছে তবেই খোদাতাআলা সন্তুষ্ট হন। কোন প্রকারের এমন নেকি যা কেবল একদিন বা দুই দিনব্যাপী হয় তা নেকি নয়। সুতরাং আমাদের চিন্তা করা উচিৎ যে কোন্ প্রকারের কর্মপন্থা ও আচরণ আমাদের গ্রহণ করতে হবে বা গ্রহণ করা প্রয়োজন যা আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টিকে অর্জনকারী বানাবে সেজন্য আজ আমি যুগ সংশোধনের জন্য প্রেরীত আল্লাহতাআলার মনোনীত পুরুষের কিছু উপদেশাবলীকে চয়ন করেছি যা তিনি (আঃ) বিভিন্ন সময়ে নিজ জামাতকে দিয়েছেন যাতে অবিচলতার সহিত এবং এক অব্যাহতভাবে আমরা যেন আল্লাহতাআলার সম্মতিকে অর্জন করায় সচেষ্ট হতে পারি। এইকথাগুলি যা কেবলমাত্র বছরের প্রথম দিনটিকেই নয় বরং বছরের বারটি মাস এবং তিনশত পয়ঁষট্টি দিনকেই কল্যামন্ডিত করবে এবং আমরা আল্লাহতাআলার অনুগ্রহ বা কৃপাবলীকে অর্জনকারী হবো। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক স্থানে বলেন যে,- এখন পৃথিবীর অবস্থাকে দেখ যে, আমাদের নবী করীম (সাঃ) তো নিজ কর্মপন্থার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আমার মৃত্যু ও জীবন সবকিছু আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টির জন্য, অপরদিকে এই মুসলমান যারা পৃথিবীতে বাস করছে কাউকে যদি বলা হয় যে তুমি কি মুসলমান? তবে সে বলে, আলহামদুলিল্লাহ। যার নামের কলেমা পাঠ করে তার জীবনের সাধনা বা নীতি তো খোদার নিমিত্তে ছিল কিন্তু এরা পৃথিবীর জন্য জীবন ধারণ করে (তারা বলে তো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কিন্তু সেই খোদার স্থলে পার্থিবতার জন্য জীবনযাপন করে) এবং পৃথিবীর জন্য মৃত্যুবরণ করে ততক্ষণ এই অবস্থা থাকে যতক্ষণ না সে মৃত্যুর অন্তীম মুহূর্তে না পৌঁছে। মৃত্যু এসে পৌঁছায় পরন্তু পার্থিবতাই তার গন্তব্যস্থল বা লক্ষ্য, প্রেমাস্পদ ও প্রয়োজনীয়তা থেকে যায়, তবে এ কথা কিভাবে বলতে পারে যে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ করি। বলেন যে,- এটি বড়ই উল্লেখযোগ্য বিষয় এটিকে সাধারণ মনে কোর না। মুসলমান হওয়া তত সহজ নয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ)

এর আনুগত্য ও ইসলামের উত্তম দৃষ্টান্ত যতক্ষণ নিজের মাঝে সৃষ্টি না করো ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ো না.....।

বস্তুতঃ এই কথাটি স্পষ্টরূপে বোধগম্য যে আল্লাহতাআলার প্রিয় হওয়া মানব জীবনের পরম প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিৎ কারণ যতক্ষণ না আল্লাহতাআলার প্রিয়পাত্র হবে এবং খোদার ভালবাসা অর্জন হবে সফল জীবনযাপন করা সম্ভব নয় এবং এটি ততক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর প্রকৃত আনুগত্য ও অনুসরণ না করো এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ কর্মপন্থার মাধ্যমে উত্তম আদর্শের দ্বারা দেখিয়েছেন যে ইসলাম কি? সুতরাং তুমি সেই ইসলাম নিজের মাঝে সৃষ্টি করো যাতে তুমি খোদার প্রিয়ভাজন হতে পারো।

ইসলাম পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য হস্তগত করতে বাধা প্রদান করে না বরং পৃথিবীতে বসবাসের সাথে সাথে ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার আবেদন করে। এ ব্যাপারে সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- ইসলাম বৈরাগ্য বা সন্যাসবাদ অবলম্বন করতে বাধা প্রদান করে এটি কাপুরুষের কাজ। পুণ্যবানের সম্পর্ক এ জগতের সাথে যতটা ব্যাপক হবে, ততই তার পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার কারণ হবে, কারণ তার ভিত্তি বা লক্ষ্য ধর্মই হয়ে থাকে এবং পার্থিব সম্পদ, সম্মান ধর্মের দাস হয়ে থাকে। সুতরাং প্রকৃত কথা হলো এই যে, জাগতিকতা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা মূল উদ্দেশ্য যেন না হয় বরং পৃথিবীর মূল সাধনা পৃথিবীতে প্রকৃত উদ্দেশ্য ধর্ম হোক এবং এমনভাবে পার্থিবতাকে অর্জন করা হোক যাতে তা ধর্মের গোলাম বা সেবক হয়। পার্থিবতাকে প্রত্যেক এমন পদ্ধতিতে অর্জন করো যাকে অবলম্বন করলে শুভ ও কল্যাণই হয়, এমন রীতি অবলম্বন করো না যা হতে অপর মানব জাতির কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যেন স্বশ্রেণীর মাঝে কোনরূপ লজ্জার কারণ না হই। এরূপ পৃথিবী নিঃসন্দেহে পারলৌকিক পুণ্যের কারণ হবে।

এজন্য এই বিষয়টি আমার বন্ধুদের দৃষ্টিপটে যেন থাকে অর্থাৎ কদাপি আহমদীদের দৃষ্টির অন্তরালে না যায় যে, মানুষ ধন-সম্পদ বা নারী-সন্তানদের ভালবাসার আতিশয্যে ও নেশায় এমন উন্মাদ ও পাগল না হয়ে যায় যে তার এবং খোদাতাআলার মাঝে এক পর্দার ন্যায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আবার তিনি বলেন যে,- আমার হৃদয়ে এ ধারনা জাগ্রত হয়েছে যে,- الحمد لله رب العالمين۔ الرحمن الرحيم এবং مالک يوم الدين. এ হতে এটি প্রমাণিত হয় যে, মানুষের এই সমস্ত গুণাবলীকে নিজের মধ্যে ধারণ করা উচিৎ। অর্থাৎ আল্লাহতআলার জন্য সকল গুণাবলী উপযুক্ত, যিনি রব্বুল আলামীন অর্থাৎ বিশ্ব প্রতিপালক। অর্থাৎ প্রত্যেক বিশ্বে, শুক্রাণুতে, মাংসপিন্ডে ইত্যাদিতে এক কথায় প্রত্যেক প্রকার বিশ্বের বা সকল জগতের প্রতিপালক তিনি, আবার রহমান রহীম তিনি এবং মালেকে ইয়াওমিদ্দিন বা জগতের প্রতিপালক তিনি। আর এই যে ইইয়াকানাবুদু বলে, তখন একপ্রকার এই আরাধনায় সেই কর্তৃত্ব ও রহমানিয়ত এবং রহীমিয়ত এবং মালিকিয়ত গুণাবলীর প্রতিফলণ মানুষের নিজের মধ্যে গ্রহণ করা উচিৎ। (এই আল্লাহতাআলার গুণাবলী যা আছে সেগুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা উচিৎ) তিনি বলেন যে,- মানুষের পরম দাসত্ব হোল যে, تخلقوا با خلاق الله. অর্থাৎ আল্লাহতাআলার রঙে রঙ্গীন হয়ে যাওয়া সব গুণাবলী অবলম্বন করা এবং যখন পর্যন্ত না সেই পর্যায় অবধি না পৌঁছে যাও ক্লান্ত বা শ্রান্ত হওয়া উচিৎ নয়।

তিনি বলেন যে,- সমূহ সৌভাগ্য এটিই হবে যে সে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং পৃথিবী ও পার্থিব সামগ্রী বা বিষয়াদি তার এমন প্রিয় না হয় যা তার শেষ মুহূর্তে বা বিচ্ছেদের মুহূর্তে তা দুঃখীত করে এবং যদি এটি স্মরণে থাকে তবে মানুষ পুণ্য কর্মের প্রতি সচেষ্ট থাকবে। তাই বৃথা খেলা তামাশাগুলিতে অর্থ নষ্ট করবে না আর সময়ও নষ্ট করবে না আর অহেতুক আকাংখাগুলি পরিপূরণের নিমিত্তে সেগুলি বিনষ্ট করবে না। এরপর পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন সম্পর্কে তিনি (আঃ) বলেন যে,- সুতরাং নির্ভয় অবস্থায় থেক না। আসতাগফার বা অনুতাপ এবং দোয়ায় রত হয়ে যাও এবং এক পবিত্র পরিবর্তন নিজের মাঝে সৃষ্টি করো। এখন আর সেই ঔদাসিন্যের সময় নয়। মানুষকে তার নফস্ বা আত্মা মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে যে তোমার আয়ু দীর্ঘ হবে। মৃত্যুকে সন্নিকটে জ্ঞান করো, খোদাতাআলার পবিত্র সত্তাকে সত্য জেন, যে অন্যায়ভাবে খোদার প্রাপ্য-অধিকার অন্য কাউকে দিয়ে থাকে সে অপমৃত্যু বা লাঞ্ছনার মৃত্যু দেখবে.....আবার পবিত্র পরিবর্তন এবং পরকালের চিন্তা তাক্বওয়া বা কর্তব্যনিষ্ঠার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই মানুষকে পরজীবনের সাফল্য এনে দেয় বা পবিত্রকরণ করে এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- কর্তব্যনিষ্ঠাকারীদের উপর খোদার এক তাজাল্লি বা বিকাশ হয়ে থাকে সে খোদার ছত্রছায়ায় থাকে কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠা বিশুদ্ধ হওয়া চাই এবং তাতে শয়তানের এতটুকুও অংশ যেন না থাকে। প্রকৃত কর্তব্যনিষ্ঠা হোল এই বিষয়টিকে স্মরণ রাখা। তিনি বলেন যে,- এজন্য তোমরা ঐশী বাণী ও স্বপ্নগুলির পশ্চাতে ধাবমান হয়ো না, কারুর উপর ঐশীবাণী হোল, কাউকে সত্য স্বপ্ন দেখানো হোল, সত্য স্বপ্ন দেখলো, কাশ্ফ বা দিব্যদর্শন হোল সেদিকে দৃষ্টি দিও না বরং অনুসরণীয় কর্তব্যনিষ্ঠার দিকে

দৃষ্টি দাও। এটি দেখো না যে কার উপর কি অবতরণ করলো, স্বপ্ন সত্য এল কি এলো না, বরং এটি দেখো যে কর্তব্যনিষ্ঠা আছে কি নেই। যে ব্যক্তি মুত্তাকি, তার ঐশীবাণীসমূহও সত্য হবে এবং যদি কর্তব্যনিষ্ঠা বা তাক্বওয়া নেই তবে ঐশীবাণীও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সুতরাং তাক্বওয়া বা কর্তব্যনিষ্ঠার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি কষ্টকে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তাক্বওয়াও একটি পরীক্ষা হয়ে থাকে, এর জন্যও পরিশ্রম করতে হয়। যখন মানুষ এই পথে চলতে শুরু করে দেয় শয়তান তার উপর বৃহৎ বৃহৎ আক্রমণ করে থাকে কিন্তু এক সীমা পর্যন্ত পৌঁছে অবশেষে শয়তান পরাস্ত হয়ে যায়। এটি সেই মুহূর্ত যখন মানুষ নিজ জীবনের উপর মৃত্যু অবতরণ করে সে খোদার ছত্রছায়ায় এসে যায়, সে খোদার বিকাশস্থল এবং খোদার খলীফা হয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সার হোল এটিই যে, মানুষ তার সমস্ত শক্তিকে খোদাকে পাওয়ার জন্য নিয়োজিত করুক।

আবার তাক্বওয়া বা কর্তব্যনিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে পথনির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি (আঃ) বলেন যে,- তাক্বওয়াকারী বা কর্তব্যনিষ্ঠাকারীদের জন্য শর্ত এই যে, সে যেন তাদের জীবন দারিদ্রতা ও স্বল্পতায় অতিবাহিত করে। এটি তাক্বওয়ার একটি ডাল যার মাধ্যমে আমাদের অবৈধ ক্রোধের প্রতিদ্বন্দিতা করতে হবে। অনর্থক যে ক্রোধ এসে যায় এবং তাছাড়া কারুর উপর ক্রোধ হয় বা আমাদের উপর কারুর ক্রোধ আসল তাক্বওয়ার মাধ্যমেই আমাদের তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। বড় বড় বিজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তিদের জন্য ক্রোধ হতে রক্ষা পাওয়াই হোল শেষ এবং কঠিন গন্তব্য। কিছু লোক বড়দের সহিত সাক্ষাতকালে বড়ই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত দৃশ্যমান হয় (বড় লোক হোক, ধনী ব্যক্তি হোক বড়ই শ্রদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করে, বড়ই সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে) পরন্তু বড় সেই হয় যে দরিদ্রের দ্বীন হীণের কথাকে বিনম্রতার সহিত শ্রবণ করে। (কোন দরিদ্র এবং গরীব মানুষের কথাকে শোনে, বড়ই শিথিলতার সহিত শোনে, মনোযোগের সহিত শোনে) তাকে উৎসাহ প্রদান করে তার কথার সম্মান বা মূল্য দিয়ে, কোনপ্রকার অশোভনীয় বা তাচ্ছিল্যের সহিত কথা মুখে না আনে যাতে তার মনে দুঃখ হয়। খোদাতাআলা বলেন যে,- ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظلمون

ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظلمون তোমরা একে অপরের নাম তাচ্ছিল্যের সহিত নিও না। এই কাজ পাপাচারী ও দূরাচারীর। যে ব্যক্তি কাউকে রাগান্বিত করে সে তখন অবধি মরবে না যতক্ষণ না সে নিজে সেই অবস্থার সম্মুখীণ হবে। নিজের ভাইদেরকে নীচ জেনো না। যখন একই প্রস্রবণ হতে সকলে জল পান করে তখন কে জানে যে কার ভাগ্যে কত জল পান রয়েছে। শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীত কোন জাগতিক নীতির ভিত্তিতে হয় না। খোদাতাআলার দৃষ্টিতে মহান বা বড় সেই ব্যক্তি যে মোত্তাকী বা পুণ্যবান হয়। ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير. আবার তিনি এক স্থানে বলেন যে,- যদি তুমি চাও উভয় জগতে সফলকাম হও এবং মানুষের হৃদয়ের উপর বিজয় লাভ করতে, তবে পবিত্রতা অবলম্বন করো, বিবেক-বুদ্ধি খাটাও এবং ঐশী গ্রন্থের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলো। নিজেকে সুশৃঙ্খল করো এবং সংশোধন করে অন্যকে উন্নত চরিত্রের আদর্শে প্রভাবিত করো। তাহলে অবশেষে সাফল্যমন্ডিত হবে।

আবার অন্যকে বলার পূর্বে নিজে কার্যকরী করো এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করাতে তিনি বলেন যে,- যদি এরূপ ব্যক্তিবর্গ যারা কর্মগত ক্ষমতাও রাখে এবং বলার পূর্বে স্বয়ং করত তবে কোরআন শরীফে لم تقولون ما لا تفعلون বলার কি প্রয়োজন ছিল। এই আয়াতই স্পষ্ট করছে যে, পৃথিবীতে বলার পূর্বে যারা স্বয়ং সেই কর্ম করে না তারা উপস্থিত ছিল এবং আছে ও থাকবে। তাই এর উপর যদি কোরআন করীমের আদেশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয় তাহলে এদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। আবার এই উপদেশটিকে বিশেষভাবে আমাদের উচিৎ যে আমরা স্বয়ং নিজের আত্মজিজ্ঞাসা করি এবং প্রত্যেকের তা করা উচিৎ এবং এই মৌলিক উপদেশ বিশেষ করে পদাধিকারীদেরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যারা অপরের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের প্রত্যাশা রাখে তাদেরকে উপদেশ দান করে থাকেন কিন্তু যখন নিজের ক্ষেত্রে এরূপ পরিস্থিতি এসে যায় তখন ঠিক তার বিপরীত করে থাকেন বা তাতে অজুহাত ও যুক্তির আশ্রয় নেন এবং খোদাতাআলার আদেশাবলীর ও তাঁর রসূলের আদেশাবলীকে গৌন বিষয় মনে করে থাকেন। কিছু এমন মামলা সম্মুখে আসে। আবার কথা ও কর্মে সামঞ্জশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি (আঃ) বলেন যে,- তোমরা আমার কথা শুনে নাও এবং হৃদয়ে গ্রথিত করো যে, যদি মানুষের কথাবার্তা সত্য ও আন্তরিক না হয় এবং কর্মক্ষমতাতে শক্তিমান না হয় তাহলে তা প্রভাববিস্তারে সক্ষম হয় না।

আবার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্য ও ভালবাসা সম্পর্কে তিনি (আঃ) বলেন যে,- জামাতের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার প্রতি আমি পূর্বে বহুবার বলেছি যে,- তোমরা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ রেখো এবং ঐক্যবদ্ধ হও। খোদাতাআলা মুসলমানদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও নতুবা শিথিলতা এসে যাবে। নামাজের সময় একে অপরের সহিত স্পর্শ করে দাঁড়ানোর আদেশ এজন্য আছে যে, পারস্পরিক মৈত্রী স্থাপন হোক। বিদ্যুৎ শক্তির ন্যায় একের কল্যাণকর প্রভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চালিত হবে। যদি মতভেদ থাকে, একমত না থাকে তবে তোমরা দুর্ভাগাই থেকে যাবে।

আবার তিনি বলেন যে,- আমার সত্তা হতে ইনশাআল্লাহ একটি সালেহ বা পুণ্যবান জামাত সৃষ্টি হবে। পারস্পরিক বিরোধীতা বা শত্রুতার কারণ কি, কার্পণ্য, দাম্ভিকতা, আত্ম প্রশংসা এবং আবেগ-অনুভূতি। তিনি বলেন যে,- বড়ই বেদনার সহিত তিনি (আঃ) বলেন যে,- যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, দাম্ভিক ও আত্মমুগ্ধতাও নিজের মধ্যে পোষণ করে এবং নিজের অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে না তাদেরকে জামাত হতে বহিষ্কার করে দেব যারা নিজ অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও সহধর্মিতার সহিত থাকতে পারে না। যারা এরূপ তারা মনে রেখ যে তারা কিছু দিনের অতিথিমাত্র যতক্ষণ না উত্তম আদর্শ বা দৃষ্টান্ত স্থাপন না করবে। আমি কারুর জন্য আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হতে চাই না। এরূপ ব্যক্তি যে আমার জামাতে থেকে আমার আকাংখানুযায়ী না চলে সে শুষ্ক শাখা মাত্র তাকে বাগানের মালি কর্তন করবে না তো কি করবে। শুষ্ক শাখা অন্যান্য সবুজ শাখাগুলির সহিত থেকে জল তো পেয়ে থাকে কিন্তু তাকে সবুজতা দিতে অক্ষম থাকে বরং সেই শাখা অন্যকেও নষ্ট করে ফেলে।

এরূপে আবার দোয়া গ্রহণীয়তার শর্তাবলী বিষয়ে তিনি (আঃ) বলেন যে,-এ কথাও মনোযোগ সহকারে শুনে নেওয়া উচিৎ যে দোয়া গ্রহণীয়তার জন্যও কিছু শর্তাবলী বিদ্যমান তার মধ্যে কিছু তো দোয়াকারী সম্পর্কিত এবং কিছু দোয়া করাতে চান তাদের সম্পর্কে আছে। দোয়া করাতে চান তাদের জন্য আবশ্যকীয় হোল যেন তারা খোদার ভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখে এবং ব্যক্তিগত আত্মাভিমান রাখে এবং শান্তি বিনিয়োগ ও খোদার ইবাদতকে নিজ নীতিবাক্য বানিয়ে নেয়। তাক্বওয়া ও সততার দ্বারা খোদাতাআলাকে প্রসন্ন করলে এমন পরিস্থিতিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার দ্বার খোলা হয়ে থাকে।

সুতরাং যে অবস্থায় তাক্বওয়ার শর্ত দোয়া কবুলিয়তের জন্য একটি অনবিচ্ছেদ্য শর্ত হবে তবে এক ব্যক্তি উদাসীন এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যদি দোয়া গ্রহণীয়তা লাভ করতে চায় তবে সে কি আহাম্বক ও নির্বোধ নয়? অতএব আমাদের জামাতের জন্য আবশ্যকীয় যে যতটা সম্ভব প্রত্যেকে তাক্বওয়ার পথে পদসঞ্চালন করে যাতে দোয়া গ্রহণীয়তার স্বাদ অর্জন করে এবং অধিক ঈমান বৃদ্ধির অংশীদার হতে পারে।

আল্লাহতাআলা করুন আমরা নিজ জীবনকে তাঁর (আঃ)এর আকাংখা অনুযায়ী চালনা করতে পারি এবং সর্বদা আমাদের পদচারণা পুণ্যের পথে অগ্রণী পদক্ষেপ হোক। আমরা যেন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দোয়াগুলিকে বিনষ্টকারী না হই বরং সেই দোয়াগুলিকে যা তিনি (আঃ) তাঁর জামাতের জন্য করেছেন সদা তার উত্তরাধিকারী হতে পারি। এই দোয়ার সহিত আমি আপনাদের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহতাআলা এই বছরকে আমাদের জন্য ব্যক্তিগতভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও সর্বদা কল্যাণের মাধ্যম করুন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 1st January, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA